মেহেরপুরে ডোপ টেষ্টের মাধ্যমে মাদকসেবী সনাক্ত, গ্রেফতার ৭

সম্প্রতি মেহেরপুর শহরে মাদক সেবী এবং লোক চক্ষুর অন্তরালে যারা মাদক নিয়ে কারবার করছে তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অনেকেই আবার মাদক সেবন করেও ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকছে। এছাড়া শহরে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে অপরাধ। বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনাসহ নানা ধরনের অপরাধ বাড়ার কারণে আইনশৃংখলার ক্রমাঅবনতি দেখা দিচ্ছে।

সবগুলো বিষয় নিয়ে আইনশৃংখলার বিষয়টি পুলিশকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সব ঘটনা পর্যালোচনায় দেখা যায় মাদকের অবাধ বিচরণ ও মাদক সেবির সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নানা ধরনের অপরাধ বাড়ছে। সবদিক বিবেচনা করেই পুলিশ মাঠে নেমেছে। অভিযানের প্রথম দিনেই মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে ৭ জনকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের হঠাৎপাড়া এলাকার মৃত তুফান আলীর ছেলে মো: হাবিব (৪০), বামনপাড় এলাকার আতিয়ার রহমানের ছেলে শাওন (২১), শহরের ক্যাশবপাড়া এলাকার সুমন মন্ডলের ছেলে মুহিক (২২), আব্দুল মতিনের ছেলে শাকিল (২১), ইসমাইল হোসেনের ছেলে জনি(২৪), নতুনপাড়া এলাকার মহসিন আলীর ছেলে লিজন(৪০), সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে শাহিন রেজা (৩২)।

গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে মাদকসেবীদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে ডোপ টেষ্ট করানো হয়। ডোপ টেষ্টে ৭ জনের শরীরেই বিভিন্ন ধরণের মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের তত্ববধানে তাদের ডোপ টেষ্টা করা হয়।

ডাক্তার জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন ৭ জনের শরীরে বিভিন্ন ধরণের মাদকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।

মামলার বাদী সদর ফাঁড়ির এসআই (নি:) সোহরাব বলেন, ডেপ টেষ্টের মাধ্যমে আসামিদের প্রমাণ করা গেছে তারা মাদক সেবন ও ক্রয়

বিক্রয়ের সাথে জড়িত। তারা প্রাথমিকভাবে স্বীকারোক্তি দিয়েছে, শহরের মেটার্নিটি হাসপাতালের পিছনে মিয়ারুল ইসলাম ও ফৌজদারী পাড়া এলাকার রেনুকা নামের মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাদক সংগ্রহ করেন। হাবিব শাকিল ও জনির বিরুদ্ধে ক্রয় বিক্রয়ের সহায়তার অভিযোগে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৬/৪১ ধারায় অপরাধ সংঘঠিত হয়েছে। আসামি শাওন. লিজন ও মুহিতের বিরুদ্ধে মাদক সেবনসহ মাদক ক্রয় বিক্রয় সহায়তা করার অপরাধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ২৫/৪১ ধারার অপরাধ এবং শাহিন অবৈধ মাদক সেবন ও ক্রয় বিক্রয় সহায়তা করার অপরাধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণীর ১৬/২৫/৪১ ধারায় অপরাধ করেছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, অনেকেই মাদক সেবন ও ব্যবসার সাথে জড়িত। প্রমান না থাকায় তারা আইনের ফাক ফোকড় দিয়ে বেরিয়ে যায়। ২০১৮ সালের একটি আইনের মাধ্যমে প্রমাণ না থাকলেও ডোপ টেষ্ট করে কারোর শরীরে মাদকের উপস্থিতি পেলে তাদের আইনের আওতায় আনা যাবে।

এছাড়া যারা মাদক ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে। মাদক ব্যবসায়ী ও মাদক সেবিরা মনে করে প্রমাণ না থাকলে তাদের আইনের আওতায় আনা যাবেনা। তাদের জন্য এই আইন প্রয়োগ করা হবে। পুলিশের এই কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ থেকে মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ একজন আটক

মুজিবনগরে ১০০ বোতল ফেনসিডিলসহ মোঃ ইনসান (৩৫) নামের একজনকে ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। আটক ইনসান মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের আব্দুলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৩ নভেম্বর) ভোররাতের দিকে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম উপজেলার জয়পুর মাঠে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতার অভিযানে মুজিবনগর থানার এসআই উত্তম কুমার, এসআই সাহেব আলী, এস আই আরিফুর রহমান ও এসআই হেকমত আলীসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রজু করা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে আটক ইনসানকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফুটবলারের আত্ম*হত্যা

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়া গ্রামের লিজন আহম্মেদ নামের এক কৃতি ফুটবলার গলাই ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ফুটবলার লিজন আহম্মেদ ঝাঁউবাড়িয়া গ্রামের মালেশিয়া প্রবাসি সফিরুল ইসলামের ছেলে। গতকাল শনিবার বিকালের দিকে লিজন আহম্মেদ তার নিজ ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

লিজন আহম্মেদ ঝাঁউবাড়িয়া ক্লাব ফুটবল টিমের অধিনায়ক। লিজনের আত্মহত্যা নিয়ে গ্রামের মাঝে শোকের ছাঁয়া নেমে এসেছে। তবে, কি কারনে, সে আত্মহত্যা করেছে পরিবারের লোক কিছুই বুঝতে পারছেন না।

লিজন আহম্মেদের চাচাত দাদা (দাদার ভাই) আব্দুল হান্নান বলেন, কি কারণে লিজন আত্মহত্যা করেছে আমরা পারিবারিকভাবে কিছুই বুঝতে পারছিনা। এঘটনায় শুধু পরিবার নয়, গ্রামের মানুষের মাঝে শোকের মাতম শুরু হয়েছে। কারণ, তার মত ফুটবলার এই এলাকায় এখন নেই।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গ্রামের একটি ছোট মেয়ের সাথে এক সময় লিজনের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মাস তিনেক আগে সেই মেয়ের

পিতা মেহেরপুর সদর থানায় অভিযোগ দিলে সেখান থেকেই মিটমাট করে নেওয়া হয়। সেই মেয়েটি ছোট হওয়ায় আমরাও পারিবারিকভাবে সরে আসার জন্য লিজনকে বুঝ দিয়েছিলাম। তারপর থেকে আর কোনো কিছু শোনা যায়নি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, পারিবারিকভাবে কোনো অভিযোগ না থাকায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তির বিশেষ সুপারিশে লিজনকে দাফনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক মাস্টারমাইণ্ড সজিব আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বিক্রয়ের সময় হাতে নাতে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে সজিব খান (২৫) নামের অনলাইন জুয়ার আরেক হোতা।

গতকাল শনিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর থেকে আটক করে ডিবি পুলিশ। আটক সজিব খান মুজিবনগর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের শহিদুল খানের ছেলে। ডিবি পুলিশের হাতে প্রথম আটক অনলাইন জুয়ার এজেন্ট বদরুদ্দোজা রয়েলের সহযোগী হিসেবে কাজ করতো সে।

জানা গেছে, শ্যামপুর এলাকার সালাহউদ্দিন নামের এক সাবেক সেনাবাহিনীর সদস্যকে অনলাইন জুয়া মেলবেট এর এজেন্ট বিক্রি করবে বলে ১৬ লাখ টাকা নেয় সজিব খান। গতকাল শনিবার বিকালে এজেন্ট সিম বিক্রি করার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম সেখানে অভিযান চালিয়ে সজিব খান কে আটক করে। এসময় সজিব খানের কাছে থাকা মোবাইল ফোন সার্চ করে জানা যায়, ফরিদপুরের নগরকান্দা বাজারের ঠিকানা ব্যবহার করে সেখান থেকে ‘মায়ের দোয়া টেলিকম’ নামে নগদ এজেন্ট সিম সংগ্রহ করে মেলবেট জুয়ার এজেন্ট হিসেবে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তার সাথে অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করেন গোপালপুর গ্রামের শহিদুল শাহর ছেলে নাসির শাহ।

সম্প্রতি নাসির শাহ মেহেরপুরের এক সাংবাদিককে কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েছেন যাতে তার সংবাদ প্রকাশ না করা হয়, এমন তথ্য মেহেরপুর প্রতিদিনের কাছে রয়েছে।

গত ২৪ আগষ্ট ডিবি পুলিশ প্রথম গোপালপুরে অভিযান চালিয়ে বদরুদ্দোজা রয়েল কে আটক করে। রয়েল তার স্বীকারোক্তিতে ১৫ জনের নাম বললেও তার সহযোগী সজিব খান ও নাসির শাহ এর নাম স্বীকার করেনি। যাতে করে সজিব ও নাসির ধরাছোয়ার বাইরে থেকে জুয়ার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। রয়েলের কাছে থেকে উদ্ধারকৃত আলামত থেকে তদন্ত করে ডিবি পুলিশের সজিব খানের সম্পৃক্ততা পায় এবং তাকে নজরদারীতে রাখে। অবশেষে সদর উপজেলার শ্যামপুর এলাকা থেকে তাকে হাতে নাতে এজেন্ট সিমসহ আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তবে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেয়ে নাসির আগে থেকে পালিয়ে যায় বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয় কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের প্রভাবশালী এক নেতা, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক এসকল জুয়াড়ুদের কাছে থেকে নিয়মিত মাসোহারা নিতেন। মেহেরপুর প্রতিদিনে ‘অনলাইন জুয়ার দূর্গ’ নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রকাশের পর থেকে রাজনৈতিক নেতা ও সাংবাদিকদের মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ওই সকল নেতা ও সাংবাদিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা করেছেন।

মেহেরপুর অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা দিয়ে মেহেরপুরের ডিবি পুলিশ, মুজিবনগর থানা পুলিশ ও সাইবার নিরাপত্তা বিভাগ কয়েক দফা অভিযান চালিয়ে ১২ জন অনলাইন জুয়ার হোতাকে আটক করে আইনের আওতায় নিয়ে

এসেছে। একই সঙ্গে মেহেরপুর প্রতিদিন ধারাবাহিক অনুসন্ধানি প্রতিদেবন প্রকাশ করায় অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িতরা ভিন্ন কৌশল বেছে নিয়েছেন। অনেকে গা ঢাকা দিয়ে জেলার বাইরে গিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং জেলার বাইরে থেকে বিকাশ, রকেট, নগদসহ অন্যান্য কোম্পানীর এজেন্ট সংগ্রহ করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রেফতার এড়ানোর জন্য। (চলবে..)

অনলাইন জুয়ার সকল সংবাদ দেখতে পড়ুন নিচের লিংকগুলো

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার মাস্টারমাইণ্ড প্রসেনজিৎ সহযোগীসহ আটক

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরো চার হোতা আটক

মেহেরপুরের অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম অধরা

ধরাছোঁয়ার বাইরে অনলাইন জুয়ার অন্যতম চার হোতা মুকুল-জামান-নুরুল-মাদার

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরও এক মাস্টার এজেন্ট পলাশ

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামিমকে নিম্ম আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

অনলাইন জুয়ার শীর্ষ এজেন্ট শামিম কারাগারে

অনলাইন জুয়ার খপ্পরে মেহেরপুরের অর্ধশত তরুণ

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার আরেক এজেন্ট সাদ্দাম আটক

গাংনী সীমান্তে ফেনসিডিলসহ ২

যুবক আটক

বিজিবির মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ২ বোতল ফেনসিডিলসহ ২ মাদক কারবারীকে আটক করেছে।

আটকরা হলেন, গাংনী উপজেলার চিৎলা গ্রামের মোঃ বদর আলীর ছেলে মোঃ হাসিব(২৬) গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আশিকুর রহমান (১৯)।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ অজিয়ার রহমানের নেতৃত্বে বিজিবির একটি টিম অভিযানে অংশ নেন।

ভারতীয় সীমান্তের তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আন্তর্জাতিক পিলার ১৩৮/১-এস হতে ৮০০ গজ বাংলাদেশের অভ্য̈ন্তরের হাজীপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার মোড় নামক ̄স্থান থেকে তাদের দুজনকে আটক করেন।

গতকাল শনিবার (১২ নভেম্বর) বিকালের দিকে তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের হাজীপাড়া এলাকার পাকা রাস্তার মোড় নামক ̄স্থান থেকে তাদের আটক করা হয়।

এসময় তাদের কাছ থেকে ২ বোতল ফেনসিডিল, একটি মোটরসাইকেল, ২ টি মোবাইল ফোন ও ৪ টি সিমকার্ড জব্দ করা হয়েছে।
তেঁতুলবাড়ী বিওপি’র কমান্ডার হাবিলদার মোঃ অজিয়ার রহমান জানান, মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই দুই মাদক কারবারীকে আটক করা হয়েছে।
আটকদের বিরুদ্ধে শনিবার সন্ধ্যায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরের পিরোজপুরে এক

ব্যক্তির দুই পা ও এক হাত ভাঙলো প্রতিপক্ষরা

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ন প্রতিপক্ষ হামলা চালিয়ে কৃষক জুম্মাত আলী (৪৫) এর দুই পা ও এক হাত ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিয়েছে।
জুম্মাত আলী এক মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জুম্মাত আলী সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের কেসমত আলীর ছেলে।

গতকাল শনিবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০ টার সময় পিরোজপুর গ্রামের ছটাংগার মোড়ে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে তার দুই পা ও ডান হাতটি ভেঙ্গে দেয় প্রতিপক্ষরা।

আহত জুম্মাত আলী বলেন, আমি সকাল ১০ টার দিকে ছটাংগার মাঠে ঘাস কেটে ফিরছিলাম। হঠাৎ একই গ্রামের পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের ডান হাত নামে পরিচিত দয়ালের নেতৃত্বে আব্দুল কুদ্দুস, আনসার আলী, আব্দুল মাবুদ, সাগর হোসেন মুন্নাফ হোসেন ও পচাসহ ১৪/১৫ জনের স্বশস্ত্র দল আকস্মি হামলা চালায়। তাদের হাতে রড, কোঁদাল ও লাঠি শোঠাসহ দেশীয় অস্ত্র ছিল। তারা আমার হাত পা ভেঙ্গে দিয়ে মৃতুভেবে ফেলে রেখে চলে যায়। জুম্মাত বলে আমি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আব্দুস সালামের পক্ষে ভোট করাকে কেন্দ্র করেই প্রতিপক্ষ আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের লোকজনের আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়। ভোটের পরপরই গ্রামে সংঘর্ষ হয়। কিছুদিন পিরোজপুর গ্রামের শতাধিক পরিবার গ্রামছাড়া ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে লোকজন ফিরে আসে। আজকে তারা হঠাৎ হত্যার উদ্যোশ্যে আমার উপর হামলা চালায়।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক মেহেদী জানান, জুম্মাত আলীর ২ টি হাত ও একটি পা ভেঙ্গে গেছে। এছাড়া তার হাত ও অপর একটি পায়ে প্রায় ১২ টি সেলাই গেছে। বর্তমানে সে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
এঘটনায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন জুম্মাত আলী।

গাংনীর কাথুলীতে তুচ্ছ ঘটনায় চার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর কাথুলী গ্রামের মধ্য পাড়ায় ছাগলে একটি গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অগ্নীসংযোগ ও শ্লীলতা হানীর ঘটনায় চারটি পরিবারের মধ্যে চলছে নানা উত্তেজনা ও মামলাবাজি। চারটি পরিবার দফায় দফায় একে অপরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা করেছে। রয়েছে একটি জিডির ঘটনা। গ্রাম্য প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দফায় দফায় হয়রানী করা হচ্ছে এমন দাবী তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী আব্দুল মজিদ। শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আব্দুল মজিদ।

পরিবার চারটি সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করলেও পুলিশ বলছে, মামলাটি তদন্তে একটি পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর খেলায় মেতেছে অন্য দুটি পরিবার। তাছাড়া আরো একটি মামলা তদন্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানায়, গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ির পাশে লাগানো ধুন্দুল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বাদি হয়ে আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনের নামে মামলা করেন মেহেরপুর আদালতে। ওই মামলার ইন্ধন দাতা প্রতিবেশী হাফিজুল ও তার স্ত্রী মেমেজান। এ নিয়ে চারটি পরিবারের মধ্যে মামলা ও জিডির ঘটনা ঘটেছে সাতটি।

সর্বশেষ গত বুধবার মধ্যরাতে হাফিজুলের বাড়ির পাশে রক্ষিত পাটকাঠির গাঁদায় আগুন লাগে। এতে হাফিজুলের পাঠকাঠির সাথে মজিদের দোকান ঘর পুড়ে যায়। আব্দুল মজিদকে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের পাটকাঠির গাদায় নিজে আগুন লাগিয়ে হৈচৈ শুরু করে হাফিজুল ও তার স্ত্রী মোমেজান। পরে স্থানীয়রা ছ’টেগিয়ে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এঘটনায় আবারো আব্দুল মজিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমিকি দিচ্ছে হাফিজুল ইসলাম। আবারো নতুন মামলার ভয়ে আতংকিত আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের লোকজন।

এ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে উত্তেজনা। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

আব্দুল মজিদ জানান, তার বাড়ির পাশের ধুন্দল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে মেমেজান বাদী হয়ে তার ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনকে বিবাদী করে মোকাম বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মেহেরপুরে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-১০৯/২০২২, তাং ০৫/০৭/২২ ইং। মামলায় দাবী করা হয়, মেমেজানকে ধর্ষন করার চেষ্টা করা হয়। একই দিনে মেমেজানের স্বামী আমিরুল ইসলাম আরো একটি মামলা করেন। ওই মামলার এজাহারে দাবী করা হয়, তার স্ত্রীকে মারধর করে শ্লীলতা হানীর পাশাপাশি আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন মেমেজানকে ব্যাপক মারপিট করে হত্যার চেষ্টা চালায়।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে তদন্ত দিলে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা ও মারপিটের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এতে না রাজি দেন মেমেজান। পরে মামলাটির তদন্ত দেয়া হয় পিবিআইকে। পিবিআই এর তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ইমরান হোসেন ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে শ্লীলতা হানী ও মারপিটের ঘটনা মিথ্যা বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন।

এদিকে আমিরুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর মামলায় উস্কানী ও ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে প্রতিবেশী হাফিজুল ইসলাম ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে গাংনী থানায় একটি জিডি করেন আব্দুল মজিদ। এ ঘটনায় গাংনী থানা পুলিশ চার পরিবারকে থানায় হাজির হবার জন্য নোটিশ প্রদান করলে আবারো উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ ঘটনায় হাফিজুলের স্ত্রী মেমেজান ০২ নভেম্বর বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আব্দুল মজিদসহ পাঁচজনকে আসামী করা হয়। আসামী থেকে বাদ পড়েনি বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসা মজিদের মেয়ে জোসনা খাতুন।

মামলায় বাদীকে মারপিট শ্লীলতাহানী ও তার গায়ের গহনা লুট করার অভিযোগ করা হয়। মামলাটি গাংনী থানায় তদন্তাধীন। মামলাটি সম্পুর্ণ মিথ্যা বলে দাবী করেছেন আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন।

গ্রামবাসীরাও হাফিজুলের অত্যাচারে অতিষ্ট রয়েছে। হাফিজুলের মামলার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পাইনা। সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি,এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগী পরিবারের লোকজন উপস্থিত

ছিলেন।

বাদী হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী মেমেজান জানান, ১২ বছর আগে জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মামলা চলছিল। এরই জের ধরে ও প্রতিবেশীদের মামলার ইন্ধন দাতা হিসেবে সন্দেহ করে তার শ্লীলতা হানী মারপিট ও গহনা ছিন্তাই করা হয়েছে। পরে আমার ৬ বিঘা জমির পাটকাঠি পুড়িয়ে দেয়ার অভিযোগ করেন হাফিজুল ইসলাম।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, মামলা পাল্টা পাল্টি মামলার ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনার প্রতিবেদন আদালতে পেশ করা হবে।

গাংনীর আলোচিত রফিজুলকে দুই সহযোগীসহ গণধোলাই দিয়ে পুলিশে সোপর্দ

গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের বহুল আলোচিত রফিজুল ইসলাম ওরফে লাল মিয়া দুই সহযোগীসহ কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে জাল ডলারের কারবার করতে গিয়ে গণপিটুনির স্বীকার হয়েছেন।
পরে পুলিশ জনতার হাত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অপর দুই সহযোগীরা হলেন গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামের আসাদুল ইসলামের ছেলে শরীফুল ইসলাম ও কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার সংগ্রামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে বিচ্ছাদ আলী। ভেড়ামারা থানার সেকেন্ড অফিসার প্রতাপ রায় বলেন, ভেড়ামারা রেল স্টেশনের পাশে অভিযুক্ত তিনজন জাল ডলারের কারবার নিয়ে স্থানীয় কিছু মানুষের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। এক সময় তাদের গণধোলায় দেয়। এসময় স্থানীয়দের দেওয়া খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে ওই তিনজনকে উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে মামলার কোনো বাদি

না পাওয়ায় পুলিশ আইনের ৩৪ ধারায় মামলা দেওয়া হয়। যার মামলা নং ৭০/২২, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।
ভেড়ামাড়া রেললাইন পাড়া এলাকার সাবুর আলী ও রহমত আলী বলেন, ওই তিনজন এলাকায় জাল ডলার পাচারের একটি চক্র গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। স্থানীয় মানুষজন তাদের সন্দেহ করে। পরে ধরে গণধোলায় দিয়ে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
জানা গেছে, রফিজুল ইসলামের বিরুদ্ধে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, মোটরসাইকেল ছিনতাই, মারামারীসহ একাধিক অভিযোগে ৬ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সে নিজেকে কখনো কখনো সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে বেড়াতো।

মেহেরপুরে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক ৮ আসামি গ্রেফতার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
শুক্রবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের মেহের উল্লাহর স্ত্রী রেহেনা খাতুন, তার নামে মামলা নং সেসন মামলা ১২০/১৯, সিআর মামলা নং ৫১৪/১৮ ইং, মেহেরপুর শহরের ভূমি অফিসপাড়া এলাকার কোবাদ আলীর ছেলে শাহারুল ইসলাম ওরফে মাইকেল তার নামে মামলা নং জিআর ১২৮/১৬ ইং, সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার ইয়ার আলী মোল্লার স্ত্রী আলতাফুন্নেছা।

তার নামে দায়ের করা মামলা নং এসটিসি ২১/১২ ও জিআর মামলা নং ৫৭/১২, সদর উপজেলার আমদহ বাগানপাড়া এলাকার রুহুল আমিনের ছেলে শাহিন রেজা (৩২), তার নামের মামলা নং ১৪(১১) ২২, কাঁঠালপোতা গ্রামের খোকন আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন (৩০)। তার নামের মামলা

নং সিআরপিসি ১৫১ ধারা, একই গ্রামের মৃতু জমির উদ্দীনের ছেলে শাফিন (২৪), বামনপাড়া এলাকার হারুন অর রশিদের ছেলে বাপ্পী (৩০), শহরের গোরস্থানপাড়া এলাকার মো: শরিফ হোসেনের ছেলে রাজন (২২) ও গাংনী থানার বর্শিবাড়িয়া গ্রামের হামিদুল বিশ্বাসের ছেলে হাসিবুর রহমান। তার নামের মামলা নং সিআর ৪৫১/২২, আর ৪৩৩/২২, পি ৪৩৮/২২।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের আজ শনিবার (১২ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্তসহ ৩ জন গ্রেফতার

মারামারি মামলায় আদালতের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি আসমত আলী (৪৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাজাপ্রাপ্ত আসমত আলী গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের বাজার পাড়া এলাকার আব্দুলের ছেলে।

শুক্রবার দিবগত ভাররাতের দিকে তার বাড়িতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম অভিযান চালিয়ে আসমত আলীকে গ্রেফতার করেন। ৩২৩/৪৪৭ ধারায় দায়েরকৃত ৯২/১৯ নং মামলায় আদালত তাকে ১ বছর তিন মাস কারাদন্ড দেন। তার পর থেকে সে পলাতক ছিল।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ, এসআই আশিক সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন।
অপরদিকে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে একটি মারামারি মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি আবুলের ছেলে আফজাল (৪৫) ও আব্দুল খালেকের ছেলে শওকত আলীকে গ্রেফতার করেছে। গাংনী থানার দায়ের করা মারামারি মামলায় আদালত তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য